তারিখ 22 JUL 2010
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

সংবাদ

বদলগাছীতে স্কুল মাঠ দখল করে হাটবাজার

বিপাকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী

<u>প্রতিনিধি, বদলগাছী (নওগাঁ)</u>

নওগাঁর বদলগাছী উপজেলা সদরে অবস্থিত প্রশাসনের নাকের ডগায় সুনামধন্য দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সম্প্রতি ঘোষিত বদলগাছী (সরকারি) মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়। এ দুটি বিদ্যালয়ের মাঠ ও ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের রাস্তা দখল করে চলছে হাটবাজার। এতে করে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা চরম বিপাকে পড়েছে। সরেজমিনে দেখা যায়, এক হাঁটু কাঁদার মধ্যে বিদ্যালয় দুটির মাঠ ও রাস্তা দখল করে কাঁচা তরিতরকারির পাইকারি হাট বসিয়ে কেনা বেচা চলছে। দূর-দূরান্ত থেকে আগত পাইকারেরা বড় বড় ট্রাক ও ভটভটি এনে স্কুল মাঠ দখল করে রেখে কাঁচামাল লোড আন-লোড করছে। সেই সাথে উপজেলার কৃষকেরা ভটভটি ও ভ্যান যোগে কাঁচা তরিতরকারী এনে ওই বাজারে বিক্রি করছে। বদলগাছীর প্রাণকেন্দ্র চৌরাস্তার মোড় থেকে শুরু করে স্কুল মাঠ ও থানার গেট পর্যন্ত দখল করে হাঠবাজার চল্লে ও যেন দেখার নেই কোন প্রশাসন। স্কুল মাঠ ও রাস্তা দখল করে সপ্তাহে শনিবার ও বুধবার দুই দিন এখানে হাট-বাজার বসে। এই দুই দিন দুটি স্কুলের প্রায় ১২০০ থেকে ১৪০০ শিক্ষার্থী স্কুলে যেতে চরম ভোগান্তির শিকার হয়ে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরা ভ্যান গাড়ি, ভটভটি, সাইকেল ও ট্রাকসহ লোকজনের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এপাশ ওপাশ কাটিয়ে কোন রকমে স্কুলে যাতায়াত করে। যে কোন মহূর্তে ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। এ ছাড়াও বিভিন্ন দিবস ও এসএসসি পরীক্ষা চলাকালিনসহ প্রায় ৬ মাস পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্লাস থেকে বঞ্চিত থাকে। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা চরম উদ্বিঘ্ন হলে ও স্কুল কর্তৃপক্ষের কোন মাথা ব্যাথা নেই। এমন কি থানা পুলিশের গেট পর্যন্ত দখল করে হাট-বাজার চল্লেও পুলিশ প্রশাসনের ও কোন মাথা ব্যথা নেই। এ বিষয়ে মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেনের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তার স্কুলের কমলমতি শিশু শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাট-বাজারের দিন চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয় বলে জানান। বিষয়টি নিয়ে বহুবার হাট-বাজার কর্তৃপক্ষকে অভহিত করেও কোন লাভ হচ্ছে না। স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোজাফ্ফর হোসেন জানান, বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় ভাবে হাট-বাজার কর্তৃপক্ষের সাথে একাধিকবার দেন-দরবার করেও কোন লাভ হয়নি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হুসাইন শওকত জানান, স্কুল মাঠে হাট-বাজার বসায় শিক্ষার্থীদের চলাচলের যে সমস্যা সৃষ্টি হয় বিষয়টি তিনি অবগত রয়েছেন। স্কুল মাঠ থেকে হাট-বাজার উচ্ছেদের জন্য আমার সম্পূর্ণ রূপে সমর্থন রয়েছে। তবে এ বিষয়ে দলমত নির্বিশেষে স্থানীয় ভাবে চেষ্টা করলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে শতভাগ সহযোগিতা করা হবে। বিষয়টি নিয়ে এলাকার সচেতন মহল ও শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা দ্রুত স্কুল মাঠ থেকে হাট-বাজার উচ্ছেদ করে দুটি স্কুলের শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাতায়াত নিরাপদ করনের জন্য প্রশাসনের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আসু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।